স্টুডেন্ট ভিসা বিষয়ে মার্কিন দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি জো ম্যালোটের সাক্ষাৎকার

‘ভিসা সংক্রান্ত যেকোনো কিছু ইউএসএ-তে এখন একটা বিরাট রাজনৈতিক ইস্যু। এ নিয়ে বিতর্ক চলছে গত এক বছর ধরে... এই সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে আমরা যতোক্ষণ শিওর না হচ্ছি কোন পলিসি ইউএসএ-এর জন্য সবচেয়ে ভালো ততোদিন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকেই যাবে’

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন...
সাইফুল হাসান ও ফাহিম হুসাইন

সাপ্তাহিক ২০০০ : একটি ধারণা এখন সবার মধ্যে যে, ১১ সেপ্টেম্বরের বিপর্যয় আমেরিকার ভিসা পলিসির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তৃতীয় বিশ্বের এবং মুসলিম দেশগুলোর নাগরিকরা ব্যাপকহারে বঞ্চিত হচ্ছে ইউএসএ’র স্টুডেন্ট ও ওয়ার্কিং ভিসা পাওয়া থেকে। আপনার এ ব্যাপারে মতামত কি?

জো ম্যালোট : আমরা জানি একটি ধারণা সবার মধ্যেই কাজ করছে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ খুব বাজেভাবে অ্যাফেক্টেড হয়েছে, এখানকার প্রচুর লোক ভিসা পাচ্ছেন না। কিন্তু কিছু পরিসংখ্যানের দিকে যদি আমরা তাকাই, দেখা যায়, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে গত এক বছরে ইউএস ভিসার জন্য বাংলাদেশী আবেদনকারীর সংখ্যাটা ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ কমে গেছে, এটা হলো কমে যাওয়া ভিসা আবেদনকারীদের সংখ্যা। সে তুলনায় কিন্তু ভিসা অ্যাকসেপটেন্স রেট অনেক বেশি। মোট কথা, বর্তমানে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন এবং ভিসা পাবার যে অনুপাত তা পূর্বের চেয়ে অনেক ভালো, কারণ অনেক কম লোক এখন ইউএসএ-তে যাবার আবেদন করছেন।

২০০০ : আপনার কি মনে হয়, কেনো এদেশের মানুষ এখন আমেরিকা যেতে চাচ্ছে না?

ম্যালোট : এর অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। আমার মনে হয়, মূলত বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, তাতে করে সব মানুষই এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বাংলাদেশ কিংবা ইউএসএ-এর নাগরিকরাও এর ব্যতিক্রম নয়। এটা বাংলাদেশীদের ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই না করার একটা কারণ হতে পারে। এছাড়া যতোদূর সম্ভব আগে যারা ইউএস ভিসা চাইতো তাদের অনেকেই ঠিকমতো প্ল্যান করে আসতেন না। প্রথমে ভিসা, তারপর বাকি পরিকল্পনা- অনেকটা এরকম মানসিকতা ছিলো তাদের। এখন এ ধরনের অ্যাপ্লিক্যান্টের সংখ্যা বেশ কম। যারাই আমেরিকায় যেতে চাচ্ছেন, তারা এটি নিয়ে অনেকে ভাবছেন, প্ল্যান করছেন তারপর অ্যাম্বেসিতে ভিসা পাবার জন্য দাঁড়াচ্ছেন।

২০০০ : এবার দেখা যাচ্ছে, অনেকেই ভিসা পেয়েও পাচ্ছেন না, অর্থাৎ তাদের বলা হচ্ছে ‘আপনাদের কাগজপত্র চেক করা হবে এবং সব ঠিক থাকলে কয়েকদিন পর আপনি ভিসা পাবেন’- এই চক্রে পড়ে এদেশী প্রচুর ছাত্র মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর fall সেমিস্টারের ক্লাস, অ্যাডমিশন মিস্ করেছে। এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণ কি?

ম্যালোট : দেখুন ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে আমাদের কংগ্রেস সেখানকার আরো কিছু প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন আনা যায় তা খতিয়ে দেখছে। পুরোপুরি সঠিক সিস্টেম এখনও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ইউএস ভিসা প্রসেসিং তো আর থেমে থাকতে পারে না। কিন্তু যথাযথ মেকানিজম না থাকার কারণে পুরো প্রক্রিয়াটি অনেক ধীরে চলছে। এটা আমরা জানি। এবং ব্যাপারগুলো যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়, সেজন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কথা হলো- এই কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে অনেক ছাত্র যাদের আমেরিকায় পড়তে যাবার কথা। তারা সবাই এখন ওয়েটিং লিস্টে আছেন। তাদের আমরা বলেছি, তাদের সমস্ত পেপার চেক করা হচ্ছে, সেগুলো ঠিক থাকলে এবং তারা যদি আইনসম্মত ট্রাভেলার হয়, নিশ্চয়ই তারা ভিসা পাবেন। কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন, সেপ্টেম্বরের আগে যারা ভিসা পেয়েছেন তাদের কিন্তু এ অসুবিধা হচ্ছে না। আর জানুয়ারি (Spring সেমিস্টার)-তে খুব কম ছাত্রই পড়াশোনা শুরু করে। সমস্যা যা হবার তা হচ্ছে এখন- এই fall সেমিস্টারের ছাত্রদের। আমরা সত্যিই আশা করছি, এ ধরনের সমস্যা শুধু এ বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আগামীতে হবে না।

২০০০ : ইউএস সরকারের ভিসা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে অনেক ছাত্রের ভর্তি, স্কলারশিপ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এগুলোর দায়ভার কে নেবে?

ম্যালোট : এটা তো বুঝতে হবে গোটা পরিস্থিতির ওপর আমাদের কোনো হাত নেই। এ বছর সেই জটিলতা শুধু এদেশের ছাত্রদের নয়, বিশ্বব্যাপী ইউএস গামী ছাত্রদের হচ্ছে তা একটি স্পেশাল কেস এবং আমরা চেষ্টা করছি সেটি ঠিক করবার।

যেসব ছাত্রের ভর্তি বা স্কলারশিপ বাতিল হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তাদের উচিত যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমেরিকার স্পনসরদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও বুঝিয়ে বলা যে, সময়মতো ভিসা না পাবার জন্য দায়ী তিনি নন, এবং স্থানীয় মার্কিন দূতাবাস তাকে ইউএসএ-তে ভ্রমণের অযোগ্য বলেও মনে করছেন না। এছাড়া বিশেষত ওয়েটিং লিস্টে থাকা ছাত্রদের

সুবিধার জন্য তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পুরো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে আমরা চিঠি পাঠাচ্ছি। যদিও সাধারণত স্কলারশিপ বা ভর্তির ক্ষেত্রে ডেডলাইন মিস্ করাটা খুবই গুরুতর ব্যাপার, তবে আমার মনে হয়, এই বিশেষ পরিস্থিতির কথা সবাই বিবেচনার মধ্যে রাখবেন।

২০০০ : প্রতিটি ভিসা অ্যাপ্লিকেশনই এখন আরো বেশি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, তো ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে আপনারা কি কোনো পরিবর্তন এনেছেন?

ম্যালোট : হ্যাঁ। আসলে অদূর ভবিষ্যতে যখন আমরা একটি কার্যকর সিস্টেম দাঁড় করতে পারবো তখন একট নতুন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ছাড়া হবে। বর্তমানে কিছু অ্যাডিশনাল ফম আমরা দিচ্ছি পুরনোগুলোর সঙ্গে আবেদনকারী সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাবার জন্য। যেহেতু এই ফর্ম বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে এর পেছনে কাজ করা পুরো ডাটাবেজ এবং আরো অনেক কিছু বদলাতে হবে এবং সেটা সময়সাপেক্ষ। তাই আপাতত এই অতিরিক্ত ফর্মগুলো দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে।

২০০০ : আমেরিকার ভিসা এবং ইমিগ্রেশন জটিলতা নিয়ে মাত্র অল্প কিছুদিন আগে ইউএস ***অ্যাম্বাসি থেকে একটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিলো। এই উদ্যোগটা কি আরো আগে নেয়া যেতো না?***

ম্যালোট : ভিসা সংক্রান্ত যেকোনো কিছু ইউএসএ-তে এখন একটা বিরাট রাজনৈতিক ইস্যু। এ নিয়ে বিতর্ক চলছে গত এক বছর ধরে। কেউ বলছে বিদেশী ছাত্রদের আমেরিকায় পড়বার দরকার নেই, আবার কেউ চাচ্ছেন বিদেশীরা নির্বিঘ্নে যেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে পারে। এই সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে আমরা যতোক্ষণ শিওর না হচ্ছি কোনো পলিসি ইউএসএ-এর জন্য সবচেয়ে ভালো ততোদিন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকেই যাবে। এ কারণেই মার্কিন দূতাবাস নিশ্চিত হওয়া ছাড়া কোনো তথ্য প্রোভাইড করে না। আমরা যদি কোনো ইস্যু এখন এক কথা আর ৩ মাস পর আরেক কথা বলি তাহলে আরো জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাই সব মিলিয়ে কিছু পুরোপুরি সঠিক তথ্য জানাতে যেটুকু সময় প্রয়োজন তা আমরা নিয়েছি।

২০০০ : বাংলাদেশের বর্তমান পাসপোর্ট এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র আন্তর্জাতিকভাবে কতোটুকু গ্রহণযোগ্য? আপনি কি মনে করেন এ ব্যাপারে কোনো উন্নতির প্রয়োজন আছে?

ম্যালোট : অবশ্যই এমন কিছু ইস্যুতো আছেই। তবে বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং তারা কি করবে এটি সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব ব্যাপার। পাসপোর্ট কিংবা ট্রাভেল ডকুমেন্টের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারটি শুধুমাত্র বাংলাদেশ কিংবা ইউএসএ এ জন্যই প্রযোজ্য নয়, পৃথিবীর যেকোনো দেশে যাতায়াতের

যেসব ছাত্রের ভর্তি বা স্কলারশিপ বাতিল হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তাদের উচিত যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমেরিকার স্পনসরদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও বুঝিয়ে বলা যে, সময়মতো ভিসা না পাবার জন্য দায়ী তিনি নন, এবং স্থানীয় মার্কিন দূতাবাস তাকে ইউএসএ-তে ভ্রমণের অযোগ্য বলেও মনে করছেন না

ক্ষেত্রেই দেখা যায় অনেকের পাসপোর্টই জাল থাকে, অথবা কিছু কিছু ডকুমেন্ট খুব সহজেই নকল করা যায় এবং এসব কাজের জন্য অনেক চক্র অ্যাকটিভ থাকে। তাই যতো বেশি সিকিউরিটি ফিচার এসব পাসপোর্ট জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের সঙ্গে যোগ করা যাবে ততো লাভ। এছাড়া এই ডুকমেন্টগুলোতে যদি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কিত প্রচুর তথ্য থাকে তাহলে ভেরিফিকেশন প্রসেসও অনেক সহজ হয়ে যায়। বাংলাদেশ সরকার এখানকার ইস্যুকৃত পাসপোর্টের ক্ষেত্রে এমন বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেন। আমার মতে এদেশের সরকার ব্যাপারগুলো সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন।

২০০০ : এটা কি সত্যি যে অন্যান্য ক্যাটাগরির (মেডিকেল, ট্যুরিস্ট) তুলনায় শুধুমাত্র ছাত্রদেরই ভিসা দিতে আপনারা দেরি করছেন?

ম্যালোট : না, এটা মোটেও ঠিক নয়। ব্যবসায়ী, পর্যটক, অসুস্থ ব্যক্তি, ছাত্র সবাইকেই একটি কমন প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। তবে যেহেতু ঠিক এই সময়টা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির মূল সময়, তাই গত ৩ মাসে ছাত্র অ্যাপ্লিকেন্টের সংখ্যা অন্য ক্যাটাগরির তুলনায় বেশি।

২০০০ : ভিসার অ্যাপ্লাই করবার ক্ষেত্রে যে দীর্ঘ সময় লেগে যায়, সেটি কমানোর কোনো পদক্ষেপ আপনারা নিয়েছেন কি?

ম্যালোট : হ্যাঁ, নিয়েছি। আমাদের নতুন পদ্ধতি অনুসারে ভিসার আবেদন প্রসেসিংয়ে সাহায্য করছে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের শাখাগুলো। ৪ থেকে ৫টি কর্মদিবস আমরা ইন্টারভিউর জন্য রেখে থাকি। সাধারণ ফর্ম জমা দেবার ৪/৫ ওয়ার্কিং ডে'র মধ্যে আপনার ইন্টারভিউর ডেট আপনি পেয়ে যাবেন।

২০০০ : আমেরিকায় যেসব ছাত্র পড়তে যেতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য আপনার কি কোনো সাজেশন আছে?

ম্যালোট : নিশ্চয়ই। আমিও এ ব্যাপারে কিছু বলার জন্য উৎসাহী। ছাত্রদের জন্য প্রথমত যেই জিনিসটা জরুরি, তা হলো সঠিক এবং পূর্ব পরিকল্পনা। যতো নিখুঁত পরিকল্পনা থাকবে, অ্যাডমিশন এবং ভিসার সংক্রান্ত কাজ ততো সহজ হবে। এছাড়া I-20 ছাড়া তো কোনো ছাত্রকে ভিসা দেয়া যাবে না। অনেকে আবার শেষ মুহূর্তে ভিসার আবেদন করেন, এটি ঠিক না।

দ্বিতীয়ত, সবার মনে রাখা উচিত লেখাপড়া করাটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং এ কারণেই তাদের ভিসা প্রয়োজন। অনেকে শুধু আমেরিকায় যাবার জন্য স্টুডেন্ট ভিসা ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করে। এটা ছাত্রদের বুঝতে হবে যে, পড়াশোনার জন্যই ভিসা, ভিসার জন্য পড়াশোনা নয়। একজন ছাত্রকে এও দেখাতে হবে যে, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম এক বছরের খরচ চালানোর অ্যাবিলিটি তার আছে। এছাড়া আপনার দেখাতে হবে যে, আপনি ইউএসএ-তে ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে থাকবেন না। কারণ এ ক্যাটাগরির ভিসাকে বলা হয় নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা।

কোনো কাগজই কিন্তু আপনার আমেরিকাতে ইমিগ্র্যান্ট হবার অনিচ্ছাকে প্রমাণ করতে পারবে না। একজন আবেদনকারী হিসেবে কাউন্সিলর অফিসারের কাছে আপনাকেই বোঝাতে হবে যে, আমেরিকায় স্থায়ীভাবে থেকে যাবার কোনো ইচ্ছা আপনার নেই। এটা কঠিন। আমরা জানি এটা কঠিন এবং অনেক অ্যাপ্লিক্যান্টই ঠিকমতো কনভিন্স করতে পারেন না যে, তারা কেন পড়ার জন্য ইউএসএ যেতে চাচ্ছেন অথবা যে বিষয়ে পড়তে যাচ্ছেন তার প্রয়োজনই বা কি। একজন অল্পবয়স্ক মানুষের জন্য এই কাজটা যে কষ্টসাধ্য তা আমরাও জানি। আরেকটি ব্যাপার হলো, যদি I-20 আসতে আপনার দেরি হয়, তাহলে আপনি সেই প্রতিষ্ঠানকে বলতে পারেন I-20টা। ফ্যাক্স করে দেয়ার জন্য এবং এই ফ্যাক্স কপি নিয়ে আপনি অ্যাম্বাসিতে ভিসার জন্য দাঁড়াতে পারেন। যদিও আসল I -20 হাতে না আসা পর্যন্ত আপনি ভিসা পাবেন না, তবুও ফ্যাক্সটা আপনার কাজ শুরু করার জন্য যথেষ্ট।

২০০০ : আপনি বললেন যে, কাউন্সিলর

অফিসারকে একজন ছাত্রের তার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কনভিন্স করতে হবে অল্প কয়েক মিনিটের সময়ে। যে লোকটির হ্যাঁ-না'র ওপর আপনার কেরিয়ার অনেকটাই নির্ভর করছে, তাকে কিভাবে একজন নার্ভাস ছাত্র সঠিকভাবে বুঝাবে? এটা কি একটু কঠিন হয়ে গেলো না?

ম্যালোট : আমরা কিন্তু ধরেই নেই একজন ছাত্র নার্ভাস থাকবে। কারণ এটিই স্বাভাবিক। মনে রাখবেন, নার্ভাসনেসের জন্য একজন কাউন্সিলর অফিসার কখনো কোনো অ্যাপ্লিক্যান্টকে রিজেক্ট করবেন না। ছাত্রদের কাছে আমরা অনুরোধ, নিয়ে আসা ডকুমেন্টসগুলোর ওপর অতিমাত্রায় জোর দেবেন না। বরং আপনার কাউন্সিলর অফিসারকে কনভিন্স করুন, পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলুন কেনো আপনি আমেরিকায় পড়তে চাচ্ছেন এবং দেশে ফেরার ব্যাপারে আপনার সদিচ্ছা কতোটুকু। টেনশন তো থাকবেই। বরং অনেক সময় যারা খুব স্বাভাবিক থাকেন এবং অতি স্মার্টনেস দেখান, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই সন্দেহ দেখা দেয়। আর প্রফেশনাল ট্রেনিংয়ের কারণে আমরা সাধারণত কারো সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারি তার ভিসার ইন্টারভিউ ফেস করার মূল উদ্দেশ্য কি।

২০০০ : আমেরিকার ভিসা প্রসেসিংয়ে কড়াকড়ির জন্য বা পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য- যে কারণেই হোক না কেনো, এখন অনেক ছাত্র ইউএসএ *বাদ দিয়ে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউকে অথবা অন্য কোনো দেশে লেখাপড়া করার কথা ভাবছেন। এতে করে* ইউএসএ-*এর যে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে সেটা সামাল দেয়া হবে কিভাবে?*

ম্যালোট : এ প্রশ্নের উত্তরে আবার আগের কথায় ফিরে যেতে হয়। আমরা চাই বা না চাই এটাই সেই বিশেষ বছর যে সময় ইউএসএ-তে আমার ভিসা অ্যাপ্লিক্যান্টের সংখ্যা কমে গেছে। অনেকেই নিজে থেকে আমাদের দেশে না এসে অন্যান্য দেশে লেখাপড়া করার কথা ভাবছেন। এতে অবশ্যই কিছুটা অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। তবে যা বললাম, এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতি। আশা করা যায় তা প্রলম্বিত হবে না।

২০০০ : আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রতি সম্পন্নকৃত এক সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, বেশির ভাগ মুসলিম দেশ থেকে ইউএসএ-*তে ছাত্র ভর্তির হার অনেক কমে গেছে। বাংলাদেশও একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। আপনার কি মনে হয় এ কারণে ভিসা পাবার ক্ষেত্রে তা কোনো নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে?*

ম্যালোট : আমি আবারও বলছি, সেসব দেশের ছাত্ররা নিজে ইউএসএ-তে লেখাপড়ার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছেন এই ভেবে যে কোনোরকম সমস্যা হতে পারে। এটা কিন্তু তাদের নিজস্ব মতামত।

২০০০ : সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন স্টাডিজ নামক একটি আমেরিকান সংস্থা সম্প্রতি কোনো বিদেশী ছাত্রদের ইউএসএ-*তে পড়তে দেয়া উচিত নয়, এ ব্যাপারে অনেক তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ বের করেছে।* ইউএসএ-*এর পলিসি মেকিংয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের মনোভাবসম্পন্ন মানুষের প্রভাব কতোটুকু?*

ম্যালোট : দেখুন, সিআইএস একটি প্রাইভেট সংস্থা। এখানে যা বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজস্ব মতামত। এটি মোটেও ইউএস সরকারের অফিসিয়াল ভিউ পয়েন্ট নয়। হ্যাঁ, এ ধরনের লোক আছে যারা চাচ্ছেন বিদেশীরা পড়তে আসুক। আবার এর বিপরীতেও লবি রয়েছে। এনিয়ে বিতর্ক চলছে। তবে সিআইএস-এর ওপিনিয়ন ইউএস সরকারকে এসব ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করে না।

২০০০ : ১১ সেপ্টেম্বরের পর কি অফিসিয়ালি বিশেষ বিশেষ কিছু সাবজেক্ট পড়ার ক্ষেত্রে বিদেশী ছাত্রদের অনুৎসাহিত করা হচ্ছে?

ম্যালোট : না, বিদেশীদের পড়াশোনা করার ব্যাপারে এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে আপনি যা পড়তে চাচ্ছেন সেটির অবশ্যই একটা বাস্তবসম্মত প্রাসঙ্গিকতা থাকতে হবে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে।

চট্টগ্রামের সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন কর্তৃপক্ষ

আমেরিকান সেন্টার-এর ভাইস কনসাল জো মেলোট কনস্যুলার চীফ রিচার্ড এ্যাডামস, প্রেস অ্যাটাশে কার্ল ফ্রিট্জ এবং ইনফরমেশন স্পেশালিস্ট মেরিনা ইয়াসমিন আমেরিকান ভিসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন সাংবাদিকদের সঙ্গে।

ভিসা নিতে হলে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে আমেরিকান ভিসা যাচাই-বাছাই কমিটির কাছে। মুসলিম প্রধান দেশের মুসলিম নাগরিকরা সমস্যায় পড়ছেন বেশি এই অভিযোগ অস্বীকার করলেন কার্ল ফ্রিটজ। তার মতে পারিবারিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা 'প্রমাণ' করতে পারলে আবেদনের দু'তিন মাসের মধ্যে সহজ হবে ভিসা পাওয়া। ১২ মাসে ২ বার আবেদন করা যায়। পর পর দু'বার আবেদন বাতিল হলে 'পূর্বাস্থার পরিবর্তন' ঘটিয়ে আবারো আবেদন করা যাবে এক সপ্তাহের মধ্যে নতুনভাবে।

আমেরিকান কাউন্সিলর অফিসারকে সন্তুষ্ট করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে যোগ্যতা প্রমাণ করে ৬৫ ইউএস ডলার আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের মতিঝিল, ধানমন্ডি বা গুলশান-২ শাখায় জমা দিয়ে আবেদন করতে হয় ভিসার জন্য। অফেরৎযোগ্য ৬৫ ইউএস ডলারের সঙ্গে নির্দিষ্ট অঙ্কের কিছু টাকা আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ফি হিসেবে নেয়।

ছাত্রদের ক্ষেত্রে আবেদনের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে ইচ্ছুক এবং সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতিপত্র বৈধ 1-20 সংগ্রহ করতে হবে। যার ফটোকপি সঙ্গে নিতে হবে ইন্টারভিউর সময়ে। সেই সঙ্গে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতিপত্র নিতে হবে, যাতে সেই ছাত্রের গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। ইংরেজি বাচনে দক্ষতা এক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে জানালেন তারা। 1-20 ফর্ম-এর রিপোর্টিং তারিখের ৬ সপ্তাহ আগে ভিসার জন্যে ছাত্রদের আবেদন করবার নিয়ম রয়েছে- ভিসা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেতে হয় বলে। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে ভিসা পেতে আগ্রহীদের দেশে ফিরবার নিশ্চয়তা প্রমাণ সাপেক্ষে। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে পার্টটাইম চাকরি করে দেশে টাকা পাঠানোর কোনো সুযোগ পাবে না কেউ। উপস্থিত প্রতিনিধিদের দেয়া তথ্য মতে, সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে এ পর্যন্ত আবেদনকারীদের ৬০% থেকে ৭০% বাতিল হয়েছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে।

চট্টগ্রাম থেকে লিখেছেন **সুমি খান**